বিষাদের আয়ু তিন প্রহর

সবুজ আহম্মদ মুরসালিন

যারা ভালোবেসে উড়ে গেছে—
তারা কখনো জানতে পারেনি, ভালোবাসা কী!
তারা জানেনি, ভালোবাসার গভীরতা।
তারা কখনো জানবে না,
বা তারা উপলব্ধি করতে পারবে না
কীভাবে ভালোবাসতে হয়
কাউকে ভালোবাসার অনুভব কী
বা— ভালোবাসা পাওয়ার অনুভূতি কী!
তারা সারাজীবন উড়েই বেড়ায় ছন্নছাড়া পাখির মতো
এই আকাশ তো ওই আকাশ, এখানে তো সেখানে
দিনশেষে— তাদের মতো একা নিঃসঙ্গ কেউ নেই!

আর যারা ভালোবেসে গাছের মতো রয়েছে—
তারাই জেনেছে, ভালোবাসা হলো উপলব্ধি।
কাউকে না পাওয়ার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা
তাকে হৃদয়ে দিয়ে অনুভব করা, উপলব্ধি করা!
দিনশেষে হয়তো সেও একা নিঃসঙ্গ
কিন্তু তার হৃদয়ে ভালোবাসা আছে, মায়া আছে।

আর— যার হৃদয়ে ভালোবাসা আছে
সে কখনো একা না, নিঃসঙ্গ না!

— সবুজ আহম্মদ মুরসালিন

সূচিপত্র

পাখি ও বৃক্ষ ০৯
বকুলের প্রেমিক ১০
বাবা ও বৃষ্টি ১৩
একে অন্যকে ভালোবাসি ১৪
উৎসর্গ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়'কে ১৫
নস্টালজিক ১৬
আমি কবিতা হবো ১৭
তোমাকেই ভালোবাসি ১৯
শোক ২০
তোমাকে ছাড়া আমি ভীষণ রকম একা ২১
তুমি বললে ২২
সে কইতে পারে না ২৩
এটাই ভালোবাসা ২৪
তুমি সবাইকে ভালোবাসো ২৫
একটুখানি থাকো ২৬
সঠিক মানুষ ২৭
স্মৃতি ২৮
তুমি কি করবে ২৯
ডায়েরির চুয়াল্লিশ পাতা ৩১
ঘর ৩২
তুমি কাকে বলবে, ভালোবাসি ৩৪
শূন্যতা ৩৫

তুমি ও উপেক্ষা ৩৬
পাশে বসলে ৩৭
তুমি ভালোবাসি বললে ৩৮
তুই নেই বলেই ৩৯
ভালোবাসা এমনই ৪০
কথোপকথন ৪১
আপনি ভালোবাসবেন বলে ৪২
তুমি বললে না ৪৩
আমি বৃষ্টি ভালোবাসি ৪৪
আজ কেমন হতো ৪৫
আপনি ৪৬
দেবী ৪৭
আমায় ভালোবাসবে তো? ৪৮
ব্যস এটুকুই ৪৯
তুমি বলেছ ব'লেই ৫০
তুমি আমি আর দূরত্ব ৫১
ভালোবাসা জিতে যাক ৫২
বিষাদের আয়ু তিনপ্রহর ৫৩
সে আমাকে ভালোবাসে না ৫৪
শেষ চিঠি ৫৫
কবিতায় তোমাকে লিখি ৫৭
শিউলি ফুল ৫৮
এখনো ভালোবাসি প্রিয় ৬০
সে আমার প্রেমিকা না ৬১
তোমাকে আর ভালোবাসি না ৬২
কে ৬৩
কেন ভালোবাসি ৬৪
উপলব্ধি ৬৫
পোকা ৬৬
বিচ্ছেদ হবে বলেই ৬৭
শূন্য আমি ৬৮
প্রেমিক ও প্রেমিকা ৬৯
বোকা মানুষ ৭০
তুমি দূরত্ব চেয়ো না ৭১
অবাধ্য পাখি ৭২
তিনপ্রহর ৭৩
কী হবে? ৭৪
তোমার দু'চোখ ৭৫
এগারোটা বছর আমি বৃষ্টিতে ভিজিনি ৭৬
খাঁচা ৭৭
প্রশ্ন ৭৮
তুসমিনা ৭৯

পাখি ও বৃক্ষ

একদিন একটি কাঠঠোকরা পাখি এসে
একটি বৃক্ষকে বলল, তোকে আমি ভালোবাসি।
বৃক্ষ পাখিটাকে আশ্রয় দিলো
তার শরীরের ভেতর পাখিটি ঘর বানালো।

বহুদিন পর পাখিটি আবার বলল,
আমাকে আকাশ ডাকছে।
আমাকে যেতে হবে।
বৃক্ষ বলল, ডানা ভেঙে গেলে
ফিরে আসিস। আমি এখানেই আছি।

সেই থেকে
কেউ ভালোবেসে পাখি হয়
আর কেউ হয় বৃক্ষ!

বকুলের প্রেমিক

ও পথিক, একটু দাঁড়াও
আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।
ও পথিক, একটু শোনো
আমাকে বলো, "কোন পথে গেলে
আমি তাহার দেখা পাবো?"

ও পথিক, শোনো, এ-পথেই
তাহার সঙ্গে হয়েছিলো দেখা।
হলদে রঙের বিকাল বেলা,
শান্ত সবুজ পাতার বাহার,
পথের বাঁকে বকুল তলা,
তার পাশেই তাহার নিবাস।

সকাল বেলা রোদের হাসি,
মিষ্টি আলোয় ঘাসেদের ছুটি।
সে বেরুতো রোজ ন'টায়,
হেঁটে যেতো এ-পথ দিয়েই।
শাড়িতে ঢাকা অঙ্গ তাহার,
কপালেতে টিপ,
হাতে-তে চুড়ির বাহার তো—
ঠোঁটে-তে হালকা লিপিস্টিক।
কোনো কোনোদিন বাঁধতো খোঁপা
থাকতো সেথায় ফুল।
কোনো কোনোদিন খোলা চুলে
লাগত তাকে উড়ন্ত ফুল!

প্রথম যে-বার হলো কথা,
সে পরেছিলো নীল শাড়ি।
পথের বাঁকে বকুল তলায়
পাঞ্জাবিতে দাঁড়িয়ে আমি।

অনেকক্ষণ পর সে হঠাৎ বলে,
"প্রেমিক, কী দেখ অমন করে রোজ?"
আমি তাকে বলি, "বকুল ফুল।"
সে অস্ফুটে হেসে বলে উঠেছিলো,
"কে বকুল ফুল? আমি...!"
আমিও হেসে হেসে জবাবে বলি, "হ্যাঁ!"

এই-তো কথা, এই-তো পরিচয়
তারপর রোজ নিয়ম করে এ-পথে আসা
রোজ বকুল কুড়িয়ে তাকে দেওয়া
মাঝেমধ্যে শিউলি কিংবা গোলাপের সুবাস নেওয়া।

ও পথিক, এ-পথেই আমাদের হয়েছিলো প্রেম।
একদিন সাহস করে তাকে বলেছিলাম,
"–হবে, বকুল হবে আমার?"
সে রহস্য করে বলেছিলো,
"ঝরে গেলে বকুল পচে যায় দ্রুত!"
সে আরো বলেছিলো আমায়,
"ঝরে যাওয়া ফুলের শোক দু'দিনে ফুরিয়ে যায়!"

আমি তখন পুরোদমে প্রেমিক!
এসবের ভয়ে কী আর পিছিয়ে যাওয়া যায়?
ও পথিক, তাকে আমি বলেছিলাম "ভালোবাসি!"
তাহার হাতে গুজে দিয়ে বকুলের মালা,
তাকে আরো বলেছিলাম, "বুকের শেষ রক্তবিন্দু
যতদিন আছে, আমার বকুল বাঁচবে ততদিন!"